[২০১৮] ১৩ এস সি আর ৩৭৯

ভারতীয় ইউনিয়ন

বনাম

হার্ডি এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন (ইন্ডিয়া) আইএনসি

(২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৪৬২৮)

সেপ্টেম্বর ২৫,২০১৮

(দীপক মিসরা, প্রধান বিচারপতি, এ. এম. খানউইলকার এবং ডঃ ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়, বিচারপতিদ্বয়]

সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ - ধারা ৩৪ - সালিশ চুক্তির অধীনে সালিশ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "আসন"এবং "স্থান" - সালিশকারী কুয়ালালামপুরে সভা করেন এবং উত্তরদাতাদের পক্ষে সালিশ রায়ে স্বাক্ষর করেন - আপিলকারী ৩৪ ধারা অনুসারে রায়ের আইনি যথাযথতা এবং সঠিকতা বিরোধ করেন - হাইকোর্ট রায় দেন যে সালিশ চুক্তির শর্তাবলীতে, ভারতীয় আদালতের আবেদন গ্রহণের কোনও এখতিয়ার নেই, কারণ চুক্তির ধারা ৩৩-এ কুয়ালালামপুরকে সালিশের স্থান হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে - সংক্ষুব্ধ, আপিলকারী আপিল দায়ের করেন - সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ সালিশ চুক্তি / আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ চুক্তির অধীনে সালিশ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "আসন"এবং "স্থান"সম্পর্কিত প্রশ্নটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিষয়টি বৃহত্তর বেঞ্চে প্রেরণ করেন - রায়: সালিশের ধারাটি যথাযথভাবে পড়তে হবে যাতে এর উদ্দেশ্য বোঝা যায় যাতে এটি আসন নির্ধারণ করে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে - তদুপরি, আদালতের এখতিয়ার নির্ধারণের জন্য এটিকে সামগ্রিকভাবে পড়তে হবে - তা ছাড়া, যদি স্থানের উল্লেখ থাকে এবং অন্য কিছু সংযুক্ত করা হয়, তবে ব্যবস্থাপত্রের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, আদালত এই সিদ্ধান্তে আসতে পারে যে আইনের প্রথম অংশের অন্তর্নিহিত বর্জন রয়েছে - বিভিন্ন স্থানে সভাগুলি স্থানের সাথে সম্পর্কিত - তবে, এটি সালিশের আসন বা সালিশের স্থানের সাথে সমান করা যাবে না - বর্তমান ক্ষেত্রে পক্ষগুলির মধ্যে সালিশের স্থান সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, পক্ষগুলির মধ্যে সালিশের স্থান সম্পর্কে একমত হওয়া হয়নি - পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, সালিশ ট্রাইব্যুনালকে ইউ এন সি আই টি আর এ এল মডেল আইনের অনুচ্ছেদ ২০ অনুসারে একই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল- আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালের উপরও এটা বাধ্যতামূলক ছিল যে ইউ এন সি আই টি আর এ এল মডেল আইনের ধারা ৩১-এ বর্ণিত 'রোয়াদের ফর্ম এবং বিষয়বস্তু'-তে এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল - তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে,

কোনও সিদ্ধান্ত ছিল না অথবা অন্য কথায়, কোনও রায় এবং মতামত প্রকাশ করা হয়নি - সুতরাং, 'স্থান'শব্দটি 'আসন'হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না, যদিও সাধারণত 'স্থান'এবং 'আসন'পরস্পর বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয় - চুক্তিতে দেখা যায় যে আসনের বিপরীতে একটি স্থান, পূর্ববর্তী শর্তগুলির মধ্যে একটি পূরণ হলে একটি আসন হতে পারে - এটি আসলে আসনের মর্যাদা ধরে নেয় না - পূর্ববর্তী শর্ত পূরণ না হওয়ায়, কাউলা কুয়ালাপুর সালিশের আসন বা স্থান ছিল না - অতএব, ভারতের আদালতগুলি আইনের ধারা ৩৪-এর অধীনে আবেদন গ্রহণ করার এখতিয়ার রাখে - ইউ এন সি আই টি আর এ এল মডেল আইন - অনুচ্ছেদ ২০ এবং ৩১।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

স্থির করে: ১। সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সালিশের স্থান এবং সালিশের স্থানের অর্থ কী তা নিয়ে কোনও বিভ্রান্তি নেই। আদালতের এখতিয়ার নির্ধারণের জন্য সালিশের ধারাটি সামগ্রিকভাবে পড়তে হবে তাতে কোনও সন্দেহের ছায়া নেই। তা ছাড়া, যদি স্থানের উল্লেখ থাকে এবং অন্য কিছু সংযুক্ত থাকে, তাহলে প্রেসক্রিপশনের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, আদালত এই সিদ্ধান্তে আসতে পারে যে আইনের প্রথম অংশের অন্তর্নিহিত বর্জন রয়েছে।

২। বর্তমান ক্ষেত্রে, পক্ষগুলির মধ্যে সালিশের স্থানের বিষয়ে একমত হওয়ার কথা ছিল। এটি সম্মত হয়নি এবং চুক্তি ব্যর্থ হলে, সালিশ ট্রাইব্যুনালকে পক্ষগুলির সুবিধার কথা বিবেচনা করে এটি নির্ধারণ করতে হবে। সালিশ ট্রাইব্যুনালের উপরও এটি বাধ্যতামূলক যে নির্ধারণটি ৩১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'পুরস্কারের ফর্ম এবং বিষয়বস্তুতে'স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হবে। কোনও নির্ধারণ করা হয়নি।

৩। 'নির্ধারণ'শব্দটি প্রাসঙ্গিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। যখন একটি 'স্থান'নিয়ে একমত হয়, তখন এটি আসনের মর্যাদা পায় যার অর্থ আইনী আসন। 'স্থান'এবং 'আসন'শব্দগুলি বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয়। যখন কেবল 'স্থান'শব্দটি উল্লেখ করা হয় বা উল্লেখ করা হয় এবং অন্য কোনও শর্ত অনুমান করা হয় না, তখন এটি 'আসন'-এর সমতুল্য এবং এটি এখতিয়ারের দিকটি চূড়ান্ত করে। তবে যদি 'স্থান'শব্দের সাথে পূর্বশর্ত সংযুক্ত থাকে, তবে উক্ত শর্তটি পূরণ করতে হবে যাতে স্থানটি আসনের সমতুল্য হতে পারে। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, যেহেতু দুটি স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন আরোহী রয়েছে,

একটি স্থান হওয়ার জন্য তাদের উভয়কেই সন্তুষ্ট হতে হবে। স্পষ্টতই, কোনও চুক্তি নেই। যতদূর পর্যন্ত দৃঢ় সংকল্প সম্পর্কিত, কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

৪। সংকল্পের প্রকাশ বলতে একটি প্রকাশ্য মতামতকে বোঝায়। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, কোনও রায় এবং মতামত প্রকাশ করা হয়নি। সুতরাং, 'স্থান'শব্দটি আসন হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। বিশদভাবে বলতে গেলে, একটি স্থান আসন হতে পারে যদি এর সাথে অন্য কিছু যুক্ত করা হয়। তবে আসনের বিপরীতে একটি স্থান,

অন্তত চুক্তিতে যেমন দেখা যায়, একটি আসন হতে পারে যদি নজিরবিহীন শর্তগুলির একটি পূরণ হয়। এটি প্রকৃতপক্ষে আসনের মর্যাদা ধরে নেয় না। সুতরাং বোঝা যায়, কুয়ালালামপুর সালিশের আসন বা স্থান নয় এবং বিনিময়যোগ্য ব্যবহার কঠোরভাবে প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং, ভারতের আদালতগুলির এখতিয়ার রয়েছে এবং, অতএব, দিল্লি হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিল করা হয়েছে।

ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম হার্ডি এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন (ইন্ডিয়া) আইএনসি (২০১৮) ৭ এসসিসি ৩৭৪; ভারত সরকার বনাম পেট্রোকন ইন্ডিয়া লিমিটেড (২০১৬) এসসিসি অনলাইন এমওয়াইএফসি ৩৫; সুমিতোমো হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম ওএনজিসি লিমিটেড এবং অন্যান্যরা (১৯৯৮) ১ এসসিসি ৩০৫; ভাটিয়া ইন্টারন্যাশনাল বনাম বাল্ক ট্রেডিং এসএ এবং আরেকজন (২০০২) ৪ এসসিসি ১০৫; ভেঞ্চার গ্লোবাল ইঞ্জিনিয়ারিং বনাম সত্যম কম্পিউটার সার্ভিসেস লিমিটেড এবং আরেকজন (২০০৮) ৪ এসসিসি ১৯০; ভিডিওকন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং আরেকজন (২০১১) ৬ এসসিসি ১৬১; ডজকো ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ডুসান ইনফ্রাকোর কোং লিমিটেড (২০১১) ৬ এসসিসি ১৭৮৯:[২০১০] ১২ এস সি আর ২৫৯; ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি বনাম কাইজার অ্যালুমিনিয়াম টেকনিক্যাল সার্ভিসেস আইএনসি (২০১২) ৯ এসসিসি ৫৫২: [২০১২] ১২ এসসিআর ৩২৭; এনারকন (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং অন্যান্যরা বনাম এনারকন জিএমবিএইচ এবং আরেকজন (২০১৪) ৫ এসসিসি ১: [২০১৪] ২ এসসিআর ৮৫৫; রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (২০১৪) ৭ এসসিসি ৬০৩: [২০১৪] ৬ এসসিআর ৪৫৬; হারমোনি ইনোভেশন শিপিং লিমিটেড বনাম গুপ্ত কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং অন্য (২০১৫) ৯ এসসিসি ১৭২: [২০১৫] ২ এসসিসিআর ৬৯৭; ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং অন্যান্যরা (২০১৫) ১০ এসসিসি ২১৩: [২০১৫] ১০ এসসিআর ৮৫; ইটজেন বাল্ক এ/এস এবং অন্যান্যরা বনাম আশাপুরা মাইন লিমিটেড এবং আরেকজন (২০১৬) ১১ এস সি সি ৫০৮ঃ [২০১৬] ২ এস সি আর ৬৩৪; আইম্যাক্স কর্পোরেশন বনাম ই-সিটি এন্টারটেইনমেন্ট (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট. লিমিটেড (২০১৭) ৫ এস. সি. সি. ৩৩১:

[২০১৭] ৪ এস. সি. আর. ৮৩৩; রজার **শাশোয়া** এবং **অন্যান্যরা** বনাম মুকেশ **শর্মা** এবং অন্যান্যরা (২০১৭) ১৪ এস. সি. সি. ৭২২: [২০১৭] ৭ এস. সি. আর. ৪৪২; ইন্ডটেল **টেকনিক্যাল** সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ডব্লিউ. এস. **অ্যাটকিনস** রেল লিমিটেড (২০০৮) ১০ এস. সি. সি. ৩০৮: [২০০৮] ১২ এস. সি. আর. ৬৭৩; অশোক **লেল্যান্ড** লিমিটেড বনাম তামিলনাড়ু **রাজ্য** এবং আরেকজন (২০০৪) ৩ এস. সি. সি ১: [২০০৪] ১ এস. সি. আর ৩০৫- উল্লেখ করা হয়েছে।

লেসোথো পার্বত্য **উন্নয়ন** কর্তৃপক্ষ বনাম ইম্প্রেগিলো এস. পি. এ (২০০৫) ৩ ডব্লিউ. এল. আর ১২৯; নাভিয়েরা **অ্যামাজোনিকা** পিউয়ানা এস. এ. বনাম কম্পানিয়া ইন্টারন্যাশনাল **দে** সেগুরোস দেল পেরু (১৯৯৮) ১ লয়েডের আইন **প্রতিবেদন** ১১৬ (সিএ); ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম ম্যাকডোনেল ডগলাস কর্পোরেশন (১৯৯৩) ২ লয়েডের আইন প্রতিবেদন ৪৮; হিসকক্স বনাম আউথওয়েট (১৯৯২) ১ এসি ৫৬২; সি বনাম ডি (২০০৭) **ইডব্লিউসিএ** সিভ ১২৮২ (সিএ); সিভি. ডি (২০০৮) ১ লয়েডের আইন প্রতিবেদন ২৩৯; ডোউন **উইন্ড** ফার্ম (স্কটল্যান্ড) লিমিটেড বনাম আলফ্রেড **ম্যাকআল্পাইন** বিজনেস সার্ভিসেস লিমিটেড (২০০৮) ইডব্লিউএইচসি ৪২৬ (টিসিসি) **শাশোয়া** এবং **অন্যান্যরা** বনাম **শর্মা** (২০০৯) **ইডব্লিউএইচসি** ৯৫৭ (কম.); সুলামেরিকা সিয়া ন্যাশনাল ডি **সেগুরোস** এস. এ. এবং অন্যান্যরা বনাম এনেসা এনজেনিয়া এস এ এবং **অন্যান্যরা** (২০১২) ইডব্লিউসিএ সিআইভি ৬৩৮ (১) এনেরকন **জিএমবিএইচ** (2) ওয়ব্বেন **প্রপরতিজ** জিএমবিএইচ বনাম এনেরকন (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (২০১২) ইডব্লিউএইচসি ৩৭১১ (সিওএম) – উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্ল্যাক ল ডিকশনারি, **সংস্করণ** ৬- উল্লেখ করা হয়েছে।

<u>মামলা প্রসঙ্গ</u>

(২০১৮) ৭ এস সি সি ৩৭৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩
[১৯৯৭] ৬ সম্পূরক এস সি আর ১৮৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩
[২০০২] ২ এস সি আর ৪১১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩
[২০০৮] ১ এস সি আর ৫০১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩
[২০১১] ৮ এস সি আর ৫৬৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩
[২০১০] ১২ এস সি আর ২৫৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩
[২০১২] ১২ এস সি আর ৩২৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩
[২০১৪] ২ এস সি আর ৮৫৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩

[২০১৪] ৬ এস সি আর ৪৫৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩
[২০১৫] ২ এস সি আর ৬৯৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩
[২০১৫] ১০ এস সি আর ৮৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩
[২০১৬] ২ এস সি আর ৬৩৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩
[২০১৭] ৪ এস সি আর ৮৩৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩
[২০১৭] ৭ এস সি আর ৪৪২	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩
[২০০৮] ১২ এস সি আর ৬৭৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
[২০০৪] ১ এস সি আর ৩০৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৩

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৪৬২৮।

২০১৬ সালের এফএও (ওএস) নং ৫৯-এ **নয়াদিল্লিতে** দিল্লি হাইকোর্টের ২৭.০৭.২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ধৃত।

তুষার মেহতা, এ. এস. জি, রজত নায়ার, কে. আর. **শশীপ্রভু**, নকুল দেওয়ান, সোমিরন **শর্মা**, রবিন ভি. এস, মিস কানু আগরওয়াল, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবী।

সি. ইউ. সিং, **প্রবীণ** আইনজীবী, অমিত নায়েক, ঋষি আগরওয়ালা, অভিষেক কালে, হর্ষবর্ধন ঝা, করণ লুথরা, মিসেস দেবিকা মোহন (ই. সি. আগরওয়ালার পক্ষে), উত্তরদাতার **পক্ষে** অ্যাড.

আদালতের রায় প্রদান করেছিলেন

দীপক মিসরা, ভারতের প্রধান বিচারপতি ১। **বর্তমান** আপিলটি ২৭শে জুলাই, ২০১৬ তারিখে দিল্লির **হাইকোর্ট** কর্তৃক এফএও নং ৫৯, ২০১৬ সালে প্রদত্ত চূড়ান্ত রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত, **যেখানে** হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ, ভারত ইউনিয়ন কর্তৃক প্রদত্ত আপিল খারিজ করে দিয়েছিল, **যেখানে** আপিলকারী ৯ই জুলাই, ২০১৫ তারিখের আদেশকে বাতিল করে দিয়েছিল, ২০১৩ সালের ওএমপি নং ৬৯৩-এ বিজ্ঞ একক বিচারকের দেওয়া আদেশ এবং ২০১৩ সালের ওএমপি নং ৬৯৩-এ ২০১৫ সালের ৪০০-এ **প্রদত্ত** ২০শে জানুয়ারী, ২০১৬ তারিখের আদেশকে বাতিল করে। ডিভিশন বেঞ্চ এই বিষয়টি **লক্ষ্য** করেছে যে, আপিলকারী ১৯৯৬ সালের সালিশ ও সমঝোতা আইনের ধারা ৩৪-এর অধীনে উত্তরদাতাদের পক্ষে সালিশকারীদের দ্বারা প্রদত্ত রায়ের আইনি যথাযথতা এবং সঠিকতাকে বিরোধ করেছিলেন (সংক্ষেপে 'আইন')। উত্তরদাতা পক্ষ **কর্তৃক** উক্ত আবেদনটির বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছিল, **কিন্তু** আপত্তির মূল বক্তব্য আইনের ৩৪ ধারার অধীনে **আবেদনটির** রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সম্পর্কিত।

হাইকোর্টের সামনে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ভারতের আদালতগুলির এই আবেদন গ্রহণের এখতিয়ার নেই আইনের ৩৪ ধারার অধীনে প্রশ্নবিদ্ধ রায়ের বৈধতা বিরোধ করার জন্য একটি আবেদন। বিজ্ঞ একক বিচারক, ৯ জুলাই, ২০১৫ তারিখের আদেশে, প্রাথমিক আপত্তি গ্রহণ করেছেন এবং রায় দিয়েছেন যে চুক্তির শর্তাবলী এবং ক্ষেত্রের নজিরগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতীয় আদালতের আবেদনটি গ্রহণ করার কোনও এখতিয়ার নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, বিজ্ঞ একক বিচারক অন্যান্য কারণগুলির বিষয়ে বিজ্ঞাপন দেননি। আবেদনে অনুরোধ করা হয়েছে।

২। উপরোক্ত আদেশে দুঃখিত হয়ে, ভারত ইউনিয়ন ডিভিশন বেঞ্চের সামনে আইনের ৩৭ (২) ধারার অধীনে একটি আপিল পেশ করে যা বিজ্ঞ একক বিচারকের দ্বারা প্রকাশিত মতামতের সাথে একমত হয়।

৩। বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপিলের ক্ষেত্রে, ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম হার্ডি এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন (ইন্ডিয়া) আইএনসি[১] -এর দুই বিচারকের বেঞ্চ বিদেশী বিচারব্যবস্থার কিছু সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছে, যথা, নাভিরা অ্যামাজনিকা পেরুয়ানা এস.এ. বনাম কোম্পানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ডি সেগুরোস ডেল পেরু[২], হিসকক্স বনাম আউথওয়েট[৩], ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম ম্যাকডোনেল ডগলাস কর্পোরেশন[৪], সি বনাম ডি[৫], সি বনাম ডি[৬], ব্রাইস অফ ডুনে উইন্ড ফার্ম (স্কটল্যান্ড) লিমিটেড বনাম আলফ্রেড ম্যাকআলপাইন বিজনেস সার্ভিসেস লিমিটেড[৭], শাশুয়া এবং অন্যান্যরা বনাম শর্মা[৮], সুলামেরিকা সিয়া ন্যাসিওনাল ডি সেগুরোস এস.এ. এবং অন্যান্যরা বনাম এনেসা এনজেনহারিয়া এসএ এবং অন্যান্যরা[৯], (১) এনার্কন জিএমবিএইচ (২) ওবেন

প্রপার্টিজ জিএমবিএইচ বনাম এনার্কন (ইন্ডিয়া) লিমিটেড[১০] এবং ভারত সরকার বনাম পেট্রোকন ইন্ডিয়া লিমিটেড[১১] উপরোক্ত মামলাগুলি ছাড়াও, সুমিতোমো হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম ওএনজিসি লিমিটেড এবং অন্যান্যরা[১২], ভাটিয়া ইন্টারন্যাশনাল বনাম বাল্ক ট্রেডিং এস.এ. এবং অন্যান্যরা[১৩], ভেঞ্চার গ্লোবাল ইঞ্জিনিয়ারিং বনাম সত্যম কম্পিউটার সার্ভিসেস লিমিটেড এবং অন্যান্যরা[১৪], ভিডিওকন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা মামলাগুলি[১৫], ডোজকো ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ডুসান ইনফ্রাকোর কোং লিমিটেড[১৬], ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি বনাম কাইজার অ্যালুমিনিয়াম টেকনিক্যাল সার্ভিসেস আইএনসি[১৭],

১ ৯২০১৮) ৭ এস সি সি ৩৭৪.২ (১৯৮৮) (১) লয়ডের আইন প্রতিবেদন ১১৬,৩ (১৯৯২) ১ এ সি ৫৬২,৪ (১৯৯৩) ২ লয়ডের আইন প্রতিবেদন ৪৮, ৫ (২০০৭) ইডব্লিউএইচসি সিআইভি ১২৮২ (সি এ),৬ (২০০৮) ১ লয়ডের আইন প্রতিবেদন ২৩৯,৭ (২০০৮) ইডব্লিউএইচসি ৪২৬ (টি সি সি)

৮ (২০০৯) ইডব্লিউএইচসি ৯৫৭ (সিওএমএম),৯ (২০১২) ইডব্লিউএইচসি সি আই ভি ৬৩৮

১০ (২০১২) ইডব্লিউসিএ ৩৭১১ (সিওএমএম),১১ (২০১৬) এস সি সি অনলাইন এম অয়াই এফ সি ৩৫,১২ (১৯৯৮) ১ এস সি সি ৩০৫,১৩ (২০০২) ৪ এস সি সি ১০৫,১৪ (২০০৮) ৪ এস সি সি ১৯০

১৫ (২০১১) ৬ এস সি সি ১৬১

১৬ (২০১১) ৬ এস সি সি ১৭৯

ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম হার্ডি এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন (ইন্ডিয়া)৩৮৫ আইএনসি [দীপক মিশ্রা,প্রধান বিচারপতি]

এনারকন (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং অন্যান্যরা বনাম এনারকন জিএমবিএইচ এবং আরেকজন[১৮], রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন[১৯], হারমোনি ইনোভেশন শিপিং লিমিটেড বনাম গুপ্ত কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং আরেকজন[২০], ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং অন্যান্যরা[২১] ইটজেন বাল্ক এ/এস এবং অন্যান্যরা বনাম আশাপুরা মাইনকেম লিমিটেড এবং আরেকজন[২২], আইম্যাক্স কর্পোরেশন বনাম ই-সিটি এন্টারটেইনমেন্ট (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিড[২৩] এবং রজার শশাউয়া এবং অন্যান্যরা বনাম মুকেশ শর্মা এবং অন্যান্যরা[২৪] উল্লেখ করা হয়েছিল।

দুই বিচারকের বেঞ্চ উল্লেখ করেছে:-

"১৭. উভয় বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর যুক্তি মূলত একটি প্রশ্নের উপর কেন্দ্রীভূত ছিল যা আমাদের মতে, আপিলের ক্ষেত্রে উত্থাপিত হয়, অর্থাৎ, যখন সালিশি চুক্তিতে সালিসকারীদের দ্বারা সালিসি সভা আয়োজনের জন্য "স্থান" নির্দিষ্ট করা হয় কিন্তু "আসন" নির্দিষ্ট করা হয় না, তখন কোন ভিত্তিতে এবং কোন নীতির ভিত্তিতে, পক্ষগুলিকে "আসন"-এর স্থান নির্ধারণ করতে হবে যা সালিসি-পরবর্তী কার্যধারা নির্ধারণের জন্য একটি নির্দিষ্ট দেশের আইনের প্রযোজ্যতা নির্ধারণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২০। ডঃ সিংভির একটি যুক্তি ছিল যে, সুমিতোমো হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম ও. এন. জি. সি লিমিটেড এবং অন্যান্যদের (উপরোক্ত) মামলায় তিন বিচারপতির বেঞ্চ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিল, যার উপর শ্রী তুষার মেহতা প্রচুর নির্ভরতা রেখেছিলেন, তাতে জানা গেছে যে এ. এস. জি তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে, যদিও ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি বনাম কাইজার অ্যালুমিনিয়াম টেকনিক্যাল সার্ভিসেস আই. এন. সি (উপরোক্ত) মামলার তিন বিচারকের বেঞ্চের আরেকটি সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে, কারণ এটি সালিশ আইন, ১৯৪০-এর অধীনে দেওয়া হয়েছিল, যা এখন সালিশ আইন, ১৯৯৬ দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয়ত, এটি ফরেন অ্যাওয়ার্ডস (রিকগনিশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট) আইন, ১৯৬১-এর ধারা ৯-এর ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছিল, যা এখন ১৯৯৬ সালের আইন দ্বারাও বাতিল হয়ে গেছে।

১৭ (২০১২) ৯ এস সি সি ৫৫২

১৮ (২০১৪) ৫ এস সি সি ১

১৯ (২০১৪) ৭ এস সি সি ৬০৩

২০ (২০১৫) ৯ এস সি সি ১৭২

২১ (২০১৫) ১০ এস সি সি ২১৩

২২ (২০১৬) ১১ এস সি সি ৫০৮

২৩ (২০১৭) ৫ এস সি সি ৩৩১

২৪ (২০১৭) ১৪ এস সি সি ৭২২

২১। সুমিতোমো হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের (উপরোক্ত) অনুপাত অনুমোদনের সময় এই দুটি কারণ যার কার্যকারিতার উপর কিছু প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে তা ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে পরীক্ষা করা হয়েছে বলে মনে হয় না।

২২। ডঃ সিংভি আরও অনুরোধ করেন যে, আনসিট্রাল মডেল আইনের প্রভাব কী, যখন সেগুলিকে "আসন"-এর প্রশ্ন স্থির করার জন্য সালিশ সম্মতির অংশ করা হয়, তখনও আগের কোনও সিদ্ধান্তে এখনও পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

৫। এর প্রশংসা করে পণ্ডিত বিচারপতিরা এইভাবে মতামত দিয়েছেনঃ-

"২৩। যদিও আমাদের মতে, সালিসি চুক্তি/আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসি চুক্তির অধীনে সালিসকারীদের দ্বারা সালিসি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "আসন"এবং "স্থান"সম্পর্কিত প্রশ্নটি প্রাথমিকভাবে সালিসি চুক্তির শর্তাবলীর কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন, তবে উপরে বর্ণিত পরিবর্তনশীল শক্তির বেঞ্চগুলির বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইনকে বিবেচনা করে এবং পক্ষগুলির জন্য বিদ্বান পরামর্শদাতার দ্বারা অনুরোধ করা পূর্বোক্ত জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করে এবং আপিলের সাথে জড়িত বিষয়গুলিও বিবেচনা করে, যা প্রায়শই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসি বিষয়ে উত্থাপিত হয়, আমরা বিবেচনা করি যে এটি সুপ্রিম কোর্ট বিধিস, ২০১৩-এর আদেশ VI বিধি ২-এর অধীনে আমাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করার উপযুক্ত মামলা এবং এই মামলাটি (আপিল) এই আদালতের বৃহত্তর বেঞ্চ দ্বারা তার শুনানির জন্য প্রেরণ করা উচিত।

এভাবেই বিষয়টি আমাদের সামনে রাখা হয়েছে।

৬. প্রথমদিকে, আমরা লাভের সঙ্গে লক্ষ্য করতে পারি যে, শ্রী তুষার মেহতা, ভারত সরকারের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এবং ডঃ অভিষেক মনু সিংভি, উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী অত্যন্ত ন্যায্যভাবে বলেছিলেন যে কোনও উল্লেখ চাওয়া হয়নি এবং উল্লেখের উত্তর দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা নেই, তবে মামলাটি তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে মোকাবিলা করার জন্য। বারের কাছে উল্লিখিত জমা দেওয়া সত্ত্বেও, আমরা বিতর্কটি থামিয়ে দেওয়া উপযুক্ত বলে মনে করি কারণ দুই বিচারপতির বেঞ্চ বিষয়টি বৃহত্তর বেঞ্চে প্রেরণ করা উপযুক্ত বলে মনে করেছিল।

৭. এটি কার্যকরভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দুই বিচারপতির বেঞ্চ সংবিধান বেঞ্চের কিছু সিদ্ধান্ত এবং তিন বিচারপতি ও দুই বিচারপতির সমন্বয়ে কিছু সিদ্ধান্তের দিকে নজর দিয়েছে।

দুই বিচারপতির বেঞ্চের সামনে যে জমা দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি (উপরোক্ত), সুমিতোমো হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের (উপরোক্ত) সিদ্ধান্তটি পরীক্ষা করা হয়নি। বিতর্কের প্রশংসা করার জন্য, প্রথমে আমাদের সুমিতোমো হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে (উপরোক্ত) যা বলা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করতে হবে। উক্ত মামলার বিতর্কটি সালিশ আইন, ১৯৪০ (এরপরে '১৯৪০ অ্যাক্ট'হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর অধীনে সালিশ পরিচালনাকারী আইন সম্পর্কিত। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা ১০ অনুচ্ছেদের কিছু অনুচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে 'প্রযোজ্য আইন এবং আদালতের এখতিয়ার'সম্পর্কিত একটি অধ্যায় রয়েছে। তিন বিচারকের বেঞ্চ 'সালিশ পরিচালনাকারী আইন'উপ-শিরোনামের কিছু অনুচ্ছেদ পুনরুত্পাদন করেছে যা এইভাবে পড়েঃ

"সালিশের একটি সম্মত উল্লেখের মধ্যে দুটি গোষ্ঠীর বাধ্যবাধকতা জড়িত থাকে। প্রথমটি ভবিষ্যতের বিরোধ, বা সালিশের জন্য একটি বিদ্যমান বিরোধ জমা দেওয়ার জন্য পক্ষগুলির পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা এবং চুক্তি অনুসারে গঠিত একটি ট্রাইব্যুনালের রায় মেনে চলার সাথে সম্পর্কিত। এখন এটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে সালিশ চুক্তি যা এই বাধ্যবাধকতাগুলি তৈরি করে তা একটি পৃথক চুক্তি, যা সাধারণত যে মূল চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে তার থেকে আলাদা, মূল চুক্তির অবসান থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম এবং স্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত সম্মতি দ্বারা বা প্রত্যাখ্যান বা হতাশার দ্বারা অকাল সমাপ্তির ঝুঁকিপূর্ণ, চুক্তির আরও সাধারণ রূপের মতো একই পদ্ধতিতে। যেহেতু এই চুক্তির নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র জীবন রয়েছে, তাই এটি নীতিগতভাবে নিজস্ব একটি যথাযথ আইন দ্বারা পরিচালিত হতে পারে, যা মূল যোগাযোগ পরিচালনাকারী আইনের মতো হওয়ার দরকার নেই।

দায়বদ্ধতার দ্বিতীয় গোষ্ঠী, যা সাধারণত সালিশের 'ক্যুরিয়াল আইন'হিসাবে উল্লেখ করা হয়, তা কোনও নির্দিষ্ট বিরোধের উল্লেখ পরিচালনা করার জন্য পক্ষ এবং সালিসকারীকে যে পদ্ধতিতে প্রয়োজন তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। সালিশের ইংরেজি তত্ত্ব অনুসারে, এই নিয়মগুলি সালিশ করার চুক্তির স্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত শর্তাবলীর উল্লেখের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে। তাই, এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাওয়া যাবে যে ক্যুরিয়াল আইন, অর্থাৎ উল্লেখ পরিচালনা পরিচালনাকারী আইন, সালিশ করার বাধ্যবাধকতা পরিচালনাকারী আইনের মতোই। তবে, পক্ষগুলির পক্ষে স্পষ্টভাবে বা নিহিতভাবে, অন্তর্নিহিত সালিশ চুক্তি পরিচালনাকারী থেকে আলাদা আইনের উল্লেখ পরিচালনা জমা দেওয়ার জন্য উন্মুক্ত।

এই জাতীয় ক্ষেত্রে, আদালত প্রথমে সালিশ চুক্তির দিকে নজর দেয় যে বিরোধটি এমন একটি যা হওয়া উচিত সালিশ করা হয়েছে, এবং যা বৈধভাবে উল্লেখের বিষয় করা হয়েছে; তারপরে এটি সেই উল্লেখটি কীভাবে পরিচালনা করা উচিত তা দেখার জন্য ক্যুরিয়াল আইনের দিকে নজর দেয়; এবং তারপরে ফলাফলের পুরষ্কারকে কার্যকর করার জন্য প্রথম আইনে ফিরে আসে।

অতএব এটি দেখা যেতে পারে যে সালিশ থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলি, অন্তত তত্ত্বগতভাবে, নিম্নলিখিত এক বা একাধিক আইনের প্রয়োগের আহ্বান জানাতে পারে-

১. চুক্তির যথাযথ আইন, অর্থাৎ চুক্তি পরিচালনাকারী আইন যা পক্ষগুলির মূল অধিকার তৈরি করে, যার প্রতি বিরোধ দেখা দিয়েছে।

২. সালিশ চুক্তির যথাযথ আইন, অর্থাৎ আইন যা পক্ষগুলির বিরোধগুলি সালিশে জমা দেওয়ার এবং একটি রায় প্রদানের বাধ্যবাধকতা নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. ক্যুরিয়াল আইন, অর্থাৎ পৃথক উল্লেখের পরিচালনা পরিচালনাকারী আইন।

XXXX XXXXX XXXXXX

১. সালিসি চুক্তির যথাযথ আইন সালিসি চুক্তির বৈধতা, সালিসি চুক্তির আওতায় কোনও বিরোধ রয়েছে কিনা প্রশ্ন, সালিসি নোটিশের বৈধতা, ট্রাইব্যুনালের গঠন, সালিশকারীর এখতিয়ারের মধ্যে কোনও রায় রয়েছে কিনা প্রশ্ন, রায়ের আনুষ্ঠানিক বৈধতা, ভবিষ্যতের বিরোধগুলি সালিশ করার কোনও বাধ্যবাধকতা থেকে পক্ষগুলিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে কিনা প্রশ্ন পরিচালনা করে।

২. ক্যুরিয়াল আইন 'উল্লেখটি পরিচালনা করার পদ্ধতি পরিচালনা করে; সালিসকারীর পদ্ধতিগত ক্ষমতা এবং কর্তব্য; প্রমাণের প্রশ্ন; চুক্তির যথাযথ আইন নির্ধারণ।

৩. উল্লেখের যথাযথ আইন পরিচালনা করে; ব্যক্তিগত বিরোধের উল্লেখ চালিয়ে যাওয়ার জন্য পক্ষগুলিকে তাদের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন।

XXX XXX,

স্পষ্ট চুক্তির অনুপস্থিতিতে, প্রাথমিকভাবে একটি দৃঢ় ধারণা রয়েছে যে পক্ষগুলি কিউরিঅল আইনকে সালিশের 'আসন'-এর আইন হিসাবে বিবেচনা করে, অর্থাৎ যে স্থানে সালিশ পরিচালনা করা হবে, সেই ভিত্তিতে যে দেশটি কার্যধারার সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সুতরাং পক্ষগুলির দ্বারা স্পষ্ট পছন্দের অনুপস্থিতিতে কিউরিঅল আইন নির্ধারণের জন্য প্রথমে সালিশের আসন নির্ধারণ করা প্রয়োজন, সালিশ করার চুক্তিকে ব্যাখ্যা করে। "

একই পুনরুৎপাদন করার পরে, আদালত মতামত দিয়েছেঃ-

"আমরা মনে করি যে আদালতে রায় দাখিলের ক্ষেত্রে ক্যুরিয়াল আইন প্রযোজ্য নয় বলে আমাদের উপসংহার অবশ্যই, সেই অনুযায়ী, ভাল হতে হবে। আমরা মুস্টিল এবং বয়েড থেকে উদ্ধৃত উদ্ধৃত অংশে উপসংহারের জন্য সমর্থন খুঁজে পাই যা আমরা আগে উদ্ধৃত করেছি। যেখানে উল্লেখ পরিচালনাকারী আইন অন্তর্নিহিত সালিশ চুক্তি পরিচালনাকারী আইন থেকে আলাদা, আদালত সালিশ চুক্তির দিকে তাকিয়ে দেখবে যে বিরোধটি সালিশযোগ্য কিনা, তারপরে উল্লেখটি কীভাবে পরিচালনা করা উচিত তা দেখার জন্য ক্যুরিয়াল আইন", এবং তারপরে ফলাফলের রায় কার্যকর করার জন্য প্রথম আইনে ফিরে আসে।

রায় দাখিল, তার প্রয়োগ এবং বাতিলের ক্ষেত্রে যে আইন প্রযোজ্য হবে তা হবে মধ্যস্থতার চুক্তি এবং সেই চুক্তির কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণকারী আইন। আপিলকারী এবং প্রথম উত্তরদাতার মধ্যে চুক্তির প্রকরণ ১৭ এর স্পষ্ট শর্তাবলী বিবেচনা করে, আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে চুক্তি নিয়ন্ত্রণকারী আইন এবং মধ্যস্থতার চুক্তি থেকে উদ্ভূত পক্ষগুলির অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা নিয়ন্ত্রণকারী আইন, এবং বিশেষ করে, মধ্যস্থতার কাছে বিরোধ জমা দেওয়ার এবং রায় সম্মান করার জন্য তাদের বাধ্যবাধকতা, ভারতের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; এবং এই ক্ষেত্রেও কোনও বিরোধ নেই। ভারতীয় মধ্যস্থতা আইন, ১৯৪০ এর ৪৭ ধারায় বলা হয়েছে যে

"৪৭. সকল সালিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন। - ধারা ৪৬ এর বিধান সাপেক্ষে, এবং আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যতদূর উল্লেখ করা হয়েছে, ততদূর ব্যতীত, এই আইনের বিধান সকল সালিশ এবং এর অধীনে সকল কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, অন্যথায় প্রাপ্ত সালিশি রায় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সম্মতিতে বিবেচনা করা যেতে পারে যে কোনও আদালতের দ্বারা কোনও মামলার আপোষ বা সমন্বয় হিসাবে বিবেচনা করা হয় যার সামনে মামলাটি বিচারাধীন রয়েছে।

অবশেষে, আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেঃ-

"ধারা ৯ (খ)-এর কারণে, ১৯৬১ সালের আইনটি ভারতের আইন দ্বারা পরিচালিত সালিসি চুক্তির উপর প্রদত্ত কোনও রায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অতএব, ১৯৬১ সালের আইনটি আবেদনকারী এবং প্রথম উত্তরদাতার মধ্যে সালিসি চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ১৯৪০ সালের আইনটি এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এর ধারা ১৪ (২)-এর কারণে, ভারতের আদালতগুলি দ্বিতীয় উত্তরদাতার দ্বারা প্রদত্ত রায় গ্রহণের অধিকারী। আমাদের অবশ্যই সম্পূর্ণতার স্বার্থে যোগ করতে হবে যে আবেদনকারীর ক্ষেত্রে বোম্বে হাইকোর্টের আঞ্চলিক এখতিয়ারের অভাব ছিল না।"

৮. উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি যত্ন সহকারে পড়ার পর, এটি বেশ স্পষ্ট যে ১৯৪০ সালের আইন সম্পর্কিত বিতর্ক এবং ফরেন অ্যাওয়ার্ডস (রিকগনিশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট) আইন, ১৯৬১ (সংক্ষিপ্ততার জন্য, '১৯৬১ আইন')-এর অধীনে বিদেশী পুরস্কার সম্পর্কিত আলোচনা। সুতরাং, এতে বর্ণিত নীতিটি বালকো মামলায় আলোচিত এখতিয়ার নির্ধারণের ধারণার ক্ষেত্রে কোনওভাবেই প্রযোজ্য নয় এবং ভাটিয়া ইন্টারন্যাশনাল (উপরোক্ত)-এর মতে অন্তর্নিহিত বাদ দেওয়ার ধারণার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এর বাইরে, আমরা পরবর্তী কর্তৃপক্ষদের কাছে বিজ্ঞাপন দেব যে তারা কীভাবে উক্ত সিদ্ধান্তটি বুঝতে পেরেছে।

৯. ভাটিয়া ইন্টারন্যাশনাল (উপরোক্ত) মামলায়, এই আদালতের একটি বেঞ্চ আইনের ৯ ধারার প্রয়োগযোগ্যতা এবং ভারতের আদালতের এখতিয়ার নিয়ে কাজ করছিল। বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে আদালত বলেছিলঃ-

"এই উপসংহারে পৌঁছনোর জন্য আমরা মনে করি যে, প্রথম অংশের বিধানগুলি সমস্ত সালিশ এবং সে সম্পর্কিত সমস্ত কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যেখানে এই ধরনের সালিশ ভারতে অনুষ্ঠিত হয় সেখানে অংশের বিধানগুলি বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হবে এবং পক্ষগুলি কেবল প্রথম অংশের অবমাননাকর বিধানগুলি দ্বারা অনুমোদিত পরিমাণে বিচ্যুত হতে পারে। ভারতের বাইরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক 'বাণিজ্যিক সালিশের ক্ষেত্রে প্রথম অংশের বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে যদি না পক্ষগুলি চুক্তির মাধ্যমে, প্রকাশ্য বা অন্তর্নিহিতভাবে, এর সমস্ত বা কোনও বিধান বাদ দেয়। সেক্ষেত্রে পক্ষগুলি দ্বারা নির্বাচিত আইন বা বিধিগুলি প্রাধান্য পাবে। প্রথম অংশে যে কোনও বিধান, যা সেই আইন বা বিধি দ্বারা বিপরীত বা বাদ দেওয়া হয়, তা প্রযোজ্য হবে না।"

১০. আদালতের সামনে একটি যুক্তি উত্থাপিত হয়েছিল যে যখন পক্ষগুলি একমত হয়েছিল যে সালিশটি আইসিসি বিধিমালা অনুসারে হবে, তখন প্রয়োজনীয় এর অর্থ, ধারা ৯ প্রযোজ্য হবে না। অভিযুক্ত বিচারপতিরা আই. সি. সি-র নিয়মের ২৩ নং অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করেন এবং তারপর এই রায় দেন যেঃ-

"এইভাবে আই. সি. সি-র নিয়মের ২৩ নং অনুচ্ছেদে দলগুলিকে অন্তর্বর্তীকালীন ও রক্ষণশীল বিষয়গুলির জন্য উপযুক্ত বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অতএব, এই ধরনের ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ধারার অধীনে আবেদন করা যেতে পারে।

সর্বশেষে বলা যায় যে, উক্ত আইনটি একটি সুচিন্তিত খসড়া আইন বলে মনে হয় না। অতএব উড়িষ্যা, বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লি এবং কলকাতা হাইকোর্টকে উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিতে এর ব্যাখ্যার জন্য দোষারোপ করা যায় না। তবে, আমাদের দৃষ্টিতে সমস্ত বিধানের যথাযথ ও সংযুক্ত পাঠ ইঙ্গিত দেয় যে প্রথম অংশটি ভারতের বাইরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যদি না পক্ষগুলি চুক্তি দ্বারা, স্পষ্ট বা অন্তর্নিহিতভাবে এটি বা এর কোনও বিধান বাদ দেয়। এই ধরনের ব্যাখ্যা উক্ত আইনের কোনও বিধানের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে না। এই ব্যাখ্যার উপর উল্লিখিত আইনে কোনও ত্রুটি নেই। এই ব্যাখ্যাটি কোনও পক্ষকে প্রতিকারমুক্ত রাখে না। সুতরাং উড়িষ্যা, বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লি এবং কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারা গৃহীত ব্যাখ্যার চেয়ে এই ধরনের ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অতএব এটি ধরে রাখতে হবে যে এই হাইকোর্টগুলির দ্বারা গৃহীত বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি ভাল আইন নয়।"

১১. ইন্দটেল টেকনিক্যাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ডব্লিউ. এস অ্যাটকিনস রেল লিমিটেড[২৫] মামলায়, মনোনীত বিচারককে একমাত্র সালিসকারী নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল। সালিশ ধারা এবং লেসোথো হাইল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বনাম ইম্প্রেগিলো এস. পি. এ[২৬]- তে কর্তৃত্ব বিশ্লেষণ করে আদালত নিম্নরূপ রায় দেয়ঃ

"এটি নিঃসন্দেহে সত্য যে এটি মোটামুটিভাবে স্থিরীকৃত যে যখন একটি সালিসি এফ চুক্তি সালিসি চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা আইন এবং পদ্ধতি সম্পর্কে নীরব থাকে, তখন উক্ত চুক্তি পরিচালনাকারী আইন সাধারণত চুক্তি পরিচালনাকারী আইনের মতোই হবে। মিঃ ত্রিপাঠি দ্বারা উদ্ধৃত সিদ্ধান্তগুলি এবং এনটিপিসি বনাম সিঙ্গার কো মামলায় উল্লিখিত আইনবিদদের মতামত -কে সমর্থন করে।

২৫ (২০০৮) ১০ এস সি সি ৩০৮

২৬ (২০০৫) ৩ ডাব্লুএলআর ১২৯

যাইহোক, এই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এবং মতামতকে কী আলাদা করে তা হল ভাটিয়া ইন্টারন্যাশনাল-এ এই আদালত এই প্রস্তাবটি রেখেছিল যে সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ২ (২)-এর বিধান থাকা সত্ত্বেও, যা ইঙ্গিত করে যে, এই আইনের প্রথম অংশটি ভারতে যেখানে সালিশের স্থান সেখানে প্রযোজ্য হবে, এমনকি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক চুক্তির ক্ষেত্রেও, যা অন্য দেশের আইন দ্বারা পরিচালিত হবে, পক্ষগুলি পূর্বোক্ত আইনের প্রথম অংশের বিধানগুলি আহ্বান করার অধিকারী হবে এবং ফলস্বরূপ এর ধারা ১১-এর অধীনে করা আবেদন রক্ষণযোগ্য হবে।

১২। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (১), (উপরোক্ত)-এ, আপিলকারী দিল্লি হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে বিরোধ করেছিলেন যার মাধ্যমে তিনি আইনের ৩৪ ধারার অধীনে পছন্দ করা পিটিশনটি গ্রহণ করেছিলেন। আদালত "একমাত্র বিশেষজ্ঞ, সমঝোতা ও সালিশ"সম্পর্কিত ধারা এবং "প্রযোজ্য আইন ও সালিশ"সম্পর্কিত ধারা এবং আরও অন্যান্য ধারাগুলি স্ক্যান করে এবং বলেছিল যে একবার পক্ষগুলি সচেতনভাবে সম্মত হয়ে গেছে যে সালিশের আইনী আসন লন্ডনে হবে এবং চুক্তিটি লন্ডনের আইন দ্বারা পরিচালিত হবে, আইনের প্রথম অংশের বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে না।

১৩। ভিডিওকন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের (উপরোক্ত) মামলায়, আদালত ইংলিশ সালিশ আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ৩-এর কথা উল্লেখ করেছে যা সালিশের আসন নিয়ে কাজ করে এবং ধারা ৫৩-এর কথা উল্লেখ করেছে যেখানে পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে বলে বিবেচিত হয়। এটি ডজকো ইন্ডিয়া পি লিমিটেডের (উপরোক্ত) কর্তৃপক্ষকে উল্লেখ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত এই রায় দিয়েছে যেঃ-

"বর্তমান ক্ষেত্রেও, পক্ষগুলি একমত হয়েছিল যে অনুচ্ছেদ ৩৩.১ সত্ত্বেও, অনুচ্ছেদ ৩৪-এ অন্তর্ভুক্ত সালিসি চুক্তি ইংল্যান্ডের আইন দ্বারা পরিচালিত হবে। এটি অপরিহার্যভাবে বোঝায় যে পক্ষগুলি আইনের প্রথম অংশের বিধানগুলি বাদ দিতে সম্মত হয়েছিল। উপরের সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ, আমরা মনে করি যে দিল্লি হাইকোর্টের আইনের ৯ ধারার অধীনে উত্তরদাতাদের দায়ের করা পিটিশনটি গ্রহণ করার এখতিয়ার ছিল না এবং কেবলমাত্র আবেদনকারী এর আগে অনুরূপ পিটিশন দায়ের করেছিলেন যে সেই হাইকোর্টের সাথে এখতিয়ার সহ উত্তরদাতাদের দায়ের করা পিটিশনটি গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল না।"

১৪। ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির (উপরোক্ত) সাংবিধানিক বেঞ্চ ভাটিয়া ইন্টারন্যাশনাল (উপরোক্ত) এবং ভেঞ্চার গ্লোবাল ইঞ্জিনিয়ারিং (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালতের রায় বাতিল করে দিয়েছে এবং মতামত দিয়েছে:-

“আমাদের মতে, সালিসি আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ২(২) এ থাকা বিধানটি সালিসি আইন, ১৯৯৬ এর অংশ ১ বা অংশ ২ এর কোনও বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

বিদেশী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশে, ধারা ৯ বা অন্য কোনও বিধানের অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিকারের জন্য কোনও আবেদন বহাল থাকবে না, কারণ সালিশ আইন, ১৯৯৬-এর অংশ । ভারতে সংঘটিত সমস্ত সালিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একইভাবে, ভারতের বাইরে কোনও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশের ভিত্তিতে ভারতে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার জন্য কোনও মামলা বহাল থাকবে না।

আমরা এই উপসংহারে পৌঁছেছি যে সালিসি আইন, ১৯৯৬-এর প্রথম অংশটি শুধুমাত্র ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে সংঘটিত সমস্ত সালিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১৫। বেইট উল্লেখ করেন, বৃহত্তর বেঞ্চ রায় দেয় যে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার জন্য, এই আদালত কর্তৃক ঘোষিত আইন রায় প্রদানের তারিখের পরে সম্পাদিত সমস্ত সালিশ চুক্তির ক্ষেত্রে সম্ভাব্যভাবে প্রযোজ্য হবে। উক্ত মামলায়, সংবিধান বেঞ্চ, সালিশের আসন/স্থান/স্থানের ধারণা নিয়ে কাজ করার সময়, নেভিয়েরা অ্যামাজোনিকা পিউয়ানা এস. এ. বনাম কম্পানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ডি সেগুরোস ডেল পেরু[২৭] এবং ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম ম্যাকডোনেল ডগলাস কর্পোরেশনের[২৮] সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করে এবং এইভাবে অনুষ্ঠিত হয়

"৭৬. এটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, যে আসন বা স্থানে সালিশ অনুষ্ঠিত হয়, সেই স্থান বা স্থানের আইন সাধারণত সরকারের জন্য আইন যে সালিশ 'সালিশের স্থান এবং সালিশ পরিচালনাকারী আইনের মধ্যে আঞ্চলিক যোগসূত্র আন্তর্জাতিক উপকরণগুলিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, যেমন ১৯৫৮ সালের নিউইয়র্ক কনভেনশন এবং ১৯৮৫ সালের ইউ এন সি আই টি আর এ এল মডেল আইন। এটি সত্য যে "আসন"এবং "স্থান"শব্দগুলি প্রায়শই বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয়। রেডফার্ন এবং হান্টার অন ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন (অনুচ্ছেদ ৩.৫১)-এ আসন তত্ত্বকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ "যে ধারণাটি একটি সালিশ অনুষ্ঠিত হয় সেই স্থানের আইন দ্বারা পরিচালিত হয়, যা সালিশের 'আসন' (বা ফোরাম বা ফোকাস সালিশ), আন্তর্জাতিক সালিশের তত্ত্ব এবং অনুশীলন উভয় ক্ষেত্রেই সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে, জেনেভা প্রোটোকল, ১৯২৩-এ বলা হয়েছে

২. সালিসী পদ্ধতি, যার মধ্যে আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালের গঠনও অন্তর্ভুক্ত, পক্ষগুলির ইচ্ছা এবং যে দেশের ভূখণ্ডে সালিসী অনুষ্ঠিত হয় সেই দেশের আইন দ্বারা পরিচালিত হবে।"

২৭ (১৯৯৮) ১ লয়েডের প্রতিনিধি ১১৬ (সিএ)

২৮ (১৯৯৩) ২ লয়েডের প্রতিনিধি ৪৮

নিউইয়র্ক কনভেনশন "যে দেশের আইন যেখানে সালিশ হয়েছিল" [অনুচ্ছেদ ৫ (১) (d)] এবং "যে দেশের আইন যেখানে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে" [অনুচ্ছেদ V (১) (ক) এবং (ঙ)]-এর সমার্থক হিসাবে উল্লেখ বজায় রাখে। উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যে নিউইয়র্ক কনভেনশন সালিশের স্থান এবং সেই সালিশ পরিচালনাকারী আইনের মধ্যে স্পষ্ট আঞ্চলিক যোগসূত্র অব্যাহত রেখেছে। লেখক আরও উল্লেখ করেছেন যে এই আঞ্চলিক কালি আবার মডেল আইনে বজায় রাখা হয়েছে যা অনুচ্ছেদ ১ (২) এ সরবরাহ করেঃ

"১, (২) অনুচ্ছেদ ৮,৯,৩৫ এবং ৩৬ ব্যতীত এই আইনের বিধানগুলি কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সালিশের স্থানটি রাজ্যের ভূখণ্ডে থাকে।"

আর্বিট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৯৬ যেমন সালিশের স্থান এবং সালিশের আইনের মধ্যে আঞ্চলিক যোগসূত্র বজায় রাখে, তেমনি সুইজারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের আইনও সালিশের কেন্দ্র এবং লেক্স সালিশের মধ্যে একটি স্পষ্ট যোগসূত্র বজায় রাখে। সুইস আইনে বলা হয়েছেঃ

"১৭৬ (১). (১) এই অধ্যায়ের বিধানটি যে কোনও সালিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যদি সালিশ ট্রাইব্যুনালের আসন সুইজারল্যান্ডে থাকে এবং যদি সালিশ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সময় পক্ষগুলির মধ্যে কমপক্ষে একজনের সুইজারল্যান্ডে বাসস্থান বা অভ্যাসগত বাসস্থান না থাকে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৭৭। আমরা মনে করি যে, সালিসি আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ২ (২)-এ "শুধুমাত্র"শব্দটি বাদ দেওয়া মডেল আইনের ১ (২) অনুচ্ছেদে বর্ণিত সালিসি আইনের প্রয়োগের আঞ্চলিক পরিধি হ্রাস করে না। এই অনুচ্ছেদে কেবল বলা হয়েছে যে, প্রদত্ত রাজ্যে প্রণীত সালিসি আইনটি প্রযোজ্য হবে যদি সালিসি সেই রাজ্যের অঞ্চলে থাকে। সালিসি আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ২ (২) থেকে মডেল আইনের ১ (২) অনুচ্ছেদে পাওয়া "শুধুমাত্র"শব্দের অনুপস্থিতি ধারা ২ (২)-এর বিষয়বস্তু/আমদানি পরিবর্তন করে না কারণ সালিসি আইন, ১৯৯৬-এর প্রথম অংশের প্রয়োগ ভারতে যেখানে স্থান/আসন রয়েছে সেখানে সীমাবদ্ধ করে।

১৬। এই প্রসঙ্গে, আমরা হার্মনি ইনোভেশন শিপিং লিমিটেড (উপরোক্ত)-এ কী বলা হয়েছে তা যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করতে পারি। উক্ত মামলায়, আদালত রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (১) (উপরোক্ত) এবং অন্যান্য সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে সালিশ ধারাটি বিশ্লেষণ করেছে এবং বলেছেঃ -

"৪৫. বর্তমান সালিসি ধারার শর্তাবলীতে আসা যাক, 'ক'দিনের হিসাবে স্পষ্ট যে চার্টারের অধীনে যদি কোনও বিরোধ বা পার্থক্য দেখা দেয়, তবে লন্ডনে সালিসি প্রয়োগ করা হবে; সালিসকারীদের লন্ডন সালিসি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য বাণিজ্যিক পুরুষ হতে হবে; চুক্তিটি ইংরেজি আইন দ্বারা বোঝা এবং পরিচালিত হতে হবে; এবং যদি দাবিটি কম পরিমাণে হয় তবে সালিসি পরিচালনা করা উচিত, লন্ডন মেরিটাইম আরবিট্রেশন অ্যাসোসিয়েশনের ছোট দাবি পদ্ধতি অনুসারে, চুক্তিতে অন্য কোনও বিধান নেই যে অন্য কোনও আইন সালিসি ধারা পরিচালনা করবে।

XXX XXX XX

৪৮। বর্তমান ক্ষেত্রে, চুক্তিটি ইংরেজ আইন অনুসারে পরিচালিত এবং ব্যাখ্যা করা হবে। এটি সালিশের ধারায় ঘটে।বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী বিশ্বনাথন যুক্তি দেবেন যে এই অংশটিকে "প্রকৃত আইন"বা "সারবস্তুগত আইন"হিসাবে নয় বরং "কিউরিয়াল আইন"এর অংশ হিসাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। এটি তাঁর জমা দেওয়া যে এটি সালিশের আসনের সাথে সমান হতে পারে না। যেমনটি আমরা উপলব্ধি করি, এটি সালিশের ধারার অংশ হিসাবে গঠিত হয়। "লন্ডনে সালিশ প্রয়োগ করার"মতো বিভিন্ন বাক্যাংশের মাধ্যমে পর্যাপ্ত ইঙ্গিত রয়েছে, সালিসকারীদের "লন্ডন সালিশ সমিতির"সদস্য হতে হবে এবং চুক্তিটি "ইংরেজি আইন অনুসারে পরিচালিত ও ব্যাখ্যা করা হবে।"এটি লক্ষণীয় যে চুক্তিতে কোনও আইনের প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কিত অন্য কোনও শর্ত নেই। চুক্তিতে কোথাও অন্য কোনও ধারা নেই। এটি ছাড়াও, এটিও অনুমান করা হয় যে যদি বিরোধটি ৫০,০০০ মার্কিন ডলারের কম হয় তবে লন্ডন মেরিটাইম আরবিট্রেশন অ্যাসোসিয়েশনের ছোট দাবি পদ্ধতি অনুসারে সালিশ পরিচালনা করা উচিত, যখন পূর্বোক্ত শর্তগুলি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টিকোণ থেকে পড়া এবং প্রশংসা করা হয়, তখন পক্ষগুলির "অনুমিত অভিপ্রায়"স্ফটিকের মতো স্পষ্ট যে সালিশের আইনী আসন লন্ডন হবে। এই প্রসঙ্গে, মিত্সুবিশি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম গালফ ব্যাংক এসসি থেকে একটি অনুচ্ছেদ। পুনরুৎপাদনের যোগ্যঃ

"অবশ্যই, চুক্তির একটি ধারা ব্যাখ্যা করার সময়, চুক্তির সামগ্রিক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য, প্রকারের বিস্তৃত অর্থে, সাধারণ বিষয়বস্তু, পক্ষগুলির সম্পর্ক এবং এই ধরণের অনুশীলন থেকে স্পষ্টভাবে উদ্ভূত সাধারণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য বিবেচনা করা কার্যকর এবং প্রায়শই প্রয়োজনীয়।

যাইহোক, আমার কাছে মনে হয় না যে একটি বাণিজ্যিক চুক্তিতে একটি ডিফল্ট ধারা তৈরির জন্য একটি সঠিক পদ্ধতি, যা ধারাটির অন্তর্নিহিত কিছু স্বয়ংসম্পূর্ণ 'বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য' অর্জনের চেষ্টা করা বা দাবি করা যা প্রতিটি উপ-ধারার শব্দের সাধারণ বা স্বাভাবিক গঠনের চেয়ে বিস্তৃত বা হতে পারে।

XXX XX

৫০। অতএব, পূর্বোক্ত নীতিগুলির ভিত্তির উপর প্রশ্নযুক্ত ধারাটি ব্যাখ্যা করা স্পষ্ট যে লন্ডনে সালিশের আসন থাকা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রভাব। বাণিজ্যিক পটভূমি, চুক্তির প্রেক্ষাপট এবং পক্ষগুলির পরিস্থিতি এবং যে পটভূমিতে চুক্তিটি করা হয়েছিল, তা অপ্রতিরোধ্যভাবে সেই দিকে পরিচালিত করে। আমরা এই বক্তব্য দ্বারা প্রভাবিত হই না যে এই ধরনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে এটি উত্তরদাতাকে একটি সুবিধাজনক অবস্থানে রাখবে। অতএব, আমরা মনে করি যে এই ধারাটিকে ব্যাখ্যা করা উপযুক্ত হবে যে এটি একটি যথাযথ ধারা বা উল্লেখযোগ্য ধারা এবং কোনও ক্যুরিয়াল বা পদ্ধতিগত নয় যার দ্বারা সালিশ কার্যক্রম পরিচালিত হবে এবং তাই, আমরা মনে করি যে সালিশের আসনটি লন্ডনে হবে।

৫১. ভাটিয়া ইন্টারন্যাশনালে বর্ণিত অন্তর্নিহিত বর্জন নীতি প্রযোজ্য হবে বলে বলার পরে, চুক্তির ধারার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, সংযোজন সম্পর্কিত উত্থাপিত বিতর্কের উপর মনোনিবেশ করার দরকার নেই, কারণ উক্ত নথিতে দেওয়া কোনও ব্যাখ্যা আমরা ইতিমধ্যে যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি তার কোনও পার্থক্য করবে না।"

১৭. উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যে সালিশ ধারাটি এর উদ্দেশ্য বোঝার জন্য যথাযথভাবে পড়তে হবে যাতে এটি আসন নির্ধারণ করে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে।

১৮. রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (II)-এ, আদালত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করার পর রায় দেয় যে, আইনের প্রথম অংশের প্রয়োগযোগ্যতা প্রয়োজনীয় প্রভাব দ্বারা বাদ দেওয়া যেতে পারে যদি এটি পাওয়া যায় যে মামলার তথ্যের ভিত্তিতে, সালিশের আইনী আসনটি ভারতের বাইরে বা সালিশ চুক্তি পরিচালনাকারী আইনটি ভারতীয় আইন ব্যতীত অন্য কোনও আইন। হারমনি ইনোভেশন শিপিং লিমিটেড (উপরোক্ত)-এর সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে আদালত বলেঃ

"২০. এটি লক্ষণীয় আকর্ষণীয় যে যদিও 'ক'সালিশ চুক্তি পরিচালনাকারী আইন নির্দিষ্ট করা হয়নি, তবুও এই আদালত বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনা করে রায় দিয়েছে যে সালিশের স্থান হবে লন্ডন এবং তাই প্রয়োজনীয় বোঝাপড়ার দ্বারা ভাটিয়া ইন্টারন্যাশনালের অনুপাত প্রযোজ্য হবে না।"

১৯. ইটজেন বাল্ক এ/এস (উপরোক্ত)-এ, আদালত সালিশ বি ধারাটি বিশ্লেষণ করেছে যেখানে বলা হয়েছে যে সিওএ-র অধীনে বিরোধগুলি নিষ্পত্তি করতে হবে এবং লন্ডনে সালিশের জন্য উল্লেখ করা হবে এবং ইংরেজি আইন প্রযোজ্য হবে। উক্ত ধারার ব্যাখ্যা করে আদালত বলেছেঃ-

"৩৩. এইভাবে আমরা মনে করি যে, ২৮ নং প্রকরণ দ্বারা পক্ষগুলি লন্ডনকে সালিশের স্থান হিসাবে বেছে নিয়ে এবং ইংরেজ আইনকে সালিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করে তাদের মধ্যে সালিশ কার্যধারার আবেদনকে বাদ দিতে বেছে নিয়েছে, যেমনটি আগে দেখা গেছে। এখন পর্যন্ত এটি খুব ভালভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে যে, যেখানে পক্ষগুলি ভারতের বাইরে সালিশের একটি আইনী আসন বেছে নেয় এবং বিধান করে যে সালিশ পরিচালনাকারী আইনটি ভারতীয় আইন ব্যতীত অন্য কোনও আইন হবে, আইনের প্রথম অংশের কোনও আবেদন থাকবে না এবং তাই, পুরস্কার ঋণগ্রহীতা ভারতের আদালতে ধারা ৩৪ এর অধীনে আপত্তি উত্থাপন করে রায়কে বিরোধ করার অধিকারী হবেন না। ভারতের কোনও আদালতের এই ধরনের মামলায় ৩৪ ধারার অধীনে এই ধরনের আপত্তি গ্রহণ করার এখতিয়ার থাকতে পারে না।

৩৪। প্রকৃতপক্ষে, ই সালিশের আইনি আসন নির্বাচন করা এই ধরনের অবস্থানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনকে আকৃষ্ট করে। অন্য কথায়, সালিশ কার্যধারার ক্ষেত্রে কোন আইন প্রযোজ্য হবে তা নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হবে না, কারণ নির্দিষ্ট দেশের আইন আই. পি. এস. ও আইন প্রয়োগ করবে। রেডফার্ন এবং হান্টার অন ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন-এর নিম্নলিখিত অংশে বিষয়টির নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা রয়েছেঃ

"কখনও কখনও এটাও বলা হয় যে পক্ষগুলি তাদের সালিশ পরিচালনার জন্য 'প্রক্রিয়াগত আইন' বেছে নিয়েছে, একটি নির্দিষ্ট দেশে সালিশের ব্যবস্থা করে। এটি অত্যন্ত উপবৃত্তাকার এবং যেমনটি সম্প্রতি ডোনের ব্রিয়াস-উইল্ড ফার্মে অনুষ্ঠিত একটি ইংরেজ আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, এটি সর্বদা সত্য নয়। পক্ষগুলি যা করেছে তা হল একটি নির্দিষ্ট দেশে সালিশের স্থান বেছে নেওয়া। এই পছন্দটি সেই দেশের আইনের প্রতি আনুগত্য নিয়ে আসে, যার মধ্যে সালিশ সম্পর্কিত তার আইনের যেকোনো বাধ্যতামূলক বিধান অন্তর্ভুক্ত।

পক্ষগুলি সালিসি পরিচালনার জন্য সেই নির্দিষ্ট আইনটিকে "বেছে নিয়েছে"বলার পরিবর্তে এটি বলার মতো যে একজন ইংরেজ মহিলা যে তার গাড়ি ফ্রান্সে নিয়ে যায় সে ফরাসি ট্র্যাফিক আইনকে "বেছে নিয়েছে", যা তাকে রাস্তার ডানদিকে গাড়ি চালাতে বাধ্য করবে, ডান দিক থেকে আসা যানবাহনগুলিকে অগ্রাধিকার দেবে এবং সাধারণত যে ট্র্যাফিক আইনগুলিতে সে অভ্যস্ত নাও হতে পারে তা মেনে চলতে বাধ্য করবে, তবে এই ধারণাগত মোটর চালক "ফরাসি ট্র্যাফিক আইন"বেছে নিয়েছে বলা ভাষার একটি অদ্ভুত ব্যবহার হবে। তিনি যা করেছেন তা হ 'ল ফ্রান্সে যাওয়া বেছে নেওয়া। ফরাসি আইনের প্রয়োগযোগ্যতা তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুসরণ করা হয়। এটি পছন্দের বিষয় নয়।

পক্ষগুলি সঠিকভাবে সালিশের একটি নির্দিষ্ট স্থান বেছে নিতে পারে কারণ এর লেক্স আরবিট্রি এমন একটি স্থান যা তাদের কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। তা সত্ত্বেও, একবার সালিশের স্থান বেছে নেওয়ার পরে, এটি তার নিজস্ব আইন নিয়ে আসে। যদি সেই আইনে এমন বিধান থাকে যা সালিশের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক, তবে সেই বিধানগুলি অবশ্যই মেনে চলতে হবে। এটি পছন্দের বিষয় নয় যে ধারণাগত মোটর চালক কোন স্থানীয় ট্র্যাফিক আইন মেনে চলতে হবে এবং কোনটি উপেক্ষা করতে হবে তা বেছে নিতে স্বাধীন"।"

২০. আইম্যাক্স কর্পোরেশনে (উপরোক্ত), সালিশ ধারা এবং আই. সি. সি বিধিমালা ব্যাখ্যা করে এবং পূর্ববর্তী নজিরগুলি উল্লেখ করে আদালত রায় দিয়েছেঃ-

"৩৯. যদি সালিসি চুক্তি অনুসরণ করে সালিসি ভারতের বাইরে হয়, তবে সালিসি আইনের প্রথম অংশটি স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান ক্ষেত্রে, পক্ষগুলি স্পষ্টভাবে সম্মত হয়েছে যে সালিসি আই. সি. সি-র সালিসি বিধি অনুসারে পরিচালিত হবে এবং সালিশের স্থানটি আই. সি. সি দ্বারা বেছে নেওয়া হবে। আসলে, আই. সি. সি পক্ষগুলির সাথে পরামর্শ করার পরে লন্ডনকে সালিশের আসন হিসাবে বেছে নিয়েছিল, সালিসি কোনও পক্ষের আপত্তি ছাড়াই লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সমস্ত পুরষ্কার অর্থাৎ. দুটি আংশিক চূড়ান্ত পুরষ্কার এবং তৃতীয় চূড়ান্ত পুরষ্কার লন্ডনে করা হয়েছিল এবং 'পক্ষগুলিকে জানানো হয়েছিল'। আমরা দেখতে পাই যে এটি ইটজেন বাল্ক এ/এস-এর প্রথম অংশ এবং তাতে উল্লিখিত এবং অনুসরণ করা সিদ্ধান্তগুলি বাদ দেওয়ার একটি স্পষ্ট উদাহরণ।"

২১. রজার শাশোয়া (উপরোক্ত)-তে, পূর্বসূরীদের ধারণা নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি, দুই বিচারকের বেঞ্চ সালিশ ধারার শারীরবিজ্ঞানও স্ক্যান করে বলেছিলঃ-

".....স্থান এবং আসনের মধ্যে পার্থক্য রয়ে গেছে। কিন্তু যখন কোনও আদালত দেখতে পায় যে স্থান এবং অন্য কিছুর জন্য প্রেসক্রিপশন আছে, তখন প্রতিটি মামলার তথ্যের ভিত্তিতে বিচারিক আসন নির্ধারণ করতে হবে। যেমনটি তাৎক্ষণিক মামলায়, প্রশ্নবিদ্ধ চুক্তিটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এটি ধরা হয়েছে যে লন্ডনকে কেবল স্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি বরং লন্ডনের আদালতের এখতিয়ার থাকবে, তখন বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী কর্তৃক প্রণীত আরেকটি ব্যাখ্যামূলক ধারণা অগ্রহণযোগ্য।"

২২. আমরা এখন সুমিতোমো হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের (উপরোক্ত) আলোচনা এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে মনোনিবেশ করতে পারি এবং ১৯৯৬ সালের আইনের অধীনে পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলি কীভাবে একই রকম অনুভূত হয়েছিল। ভারত অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন (উপরোক্ত) (বালকো- ॥)-এ, তিন বিচারকের বেঞ্চ সুমিতোমো হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (উপরোক্ত) এবং রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (উপরোক্ত)-এর সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে কাজ করেছে এবং এইভাবে উল্লেখ করেছেঃ -

"১৩, সুমিতোমো আবেদনকারীর কোনও কাজে আসবে না। সুমিতোমোতে সালিসি চুক্তির আইনে কোনও নির্দিষ্ট পছন্দ ছিল না এবং এই আদালত বলেছিল যে এই ধরনের পছন্দের অভাবে সালিসি চুক্তির আইনটি চুক্তির মূল আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। এই চুক্তিতে তা নয়।"

এটি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (II) (উপরোক্ত)-এর উপর জোর দিয়েছিল এবং মতামত দিয়েছিল যে ১৯৪০ সালের আইনের ৩৪ ধারার অধীনে একটি আবেদন 'রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য'ছিল না,

২৩. আইনের উপরোক্ত বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে, সালিশ কেন্দ্র এবং সালিশের স্থান বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে কোনও 'বিভ্রান্তি নেই। আদালতের এখতিয়ার নির্ধারণের জন্য সালিশের ধারাটি' সামগ্রিকভাবে পড়তে হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তা ছাড়া, যদি স্থানের উল্লেখ থাকে এবং অন্য কিছু যুক্ত থাকে, তবে ব্যবস্থাপত্রের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে যে আইনের প্রথম অংশের অন্তর্নিহিত বর্জন রয়েছে। সুমিতোমো হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (উপরোক্ত) -এ বর্ণিত নীতিটি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (II) -এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং 'বিশিষ্ট' করা হয়েছে। যে কোনও ক্ষেত্রে, আইনের অধীনে কোনও বিতর্কের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। উক্ত বিতর্কটি বিএএলসিও নীতি দ্বারা পরিচালিত হতে হবে - অথবা চুক্তি দ্বারা অথবা ভাটিয়া ইন্টারন্যাশনালে অনুষ্ঠিত উল্লিখিত বর্জনের নীতি দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

২৪। সুতরাং, আমরা সেই অনুযায়ী উল্লেখের উত্তর দিই।

২৫। উল্লেখটি সম্বোধন করার পর, আমরা `সালিসি ধারাটি ভারতের `আদালতের এখতিয়ারকে বাতিল করে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য বিজ্ঞাপন দেব। সালিসি চুক্তির ৩২ নম্বর ধারাটি নিম্নরূপ:-

"৩২.১ এই চুক্তিটি ভারতের আইন অনুসারে পরিচালিত এবং ব্যাখ্যা করা হবে

৩২. ২ এই চুক্তির কোনও কিছুই ঠিকাদারকে এই চুক্তির মাধ্যমে প্রদত্ত অধিকার, বিশেষাধিকার এবং ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করার অধিকার দেবে না যা ভারতের আইন লঙ্ঘন করবে।

২৬. অনুচ্ছেদ ৩৩ "একমাত্র বিশেষজ্ঞ, সমঝোতা এবং সালিসকারী"নিয়ে কাজ করে। অনুচ্ছেদ ৩৩.৯ এবং ৩৩.১২ এইভাবে পড়েঃ-

"৩৩.৯ সালিশ কার্যক্রম ১৯৮৫ সালের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ সংক্রান্ত ইউনিসিট্রাল মডেল আইন অনুসারে পরিচালিত হবে, তবে এই ধারা ৩৩-এর নিয়ম এবং বিধানের মধ্যে কোনও বিরোধ দেখা দিলে, এই ধারা ৩৩-এর বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে।

XXX XXX XXX

৩৩.১২ এই ধারা অনুসারে সমঝোতা বা সালিশ কার্যক্রমের স্থান হবে কুয়ালালামপুর এবং এটি ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত হবে। যতদূর সম্ভব, সালিশ কার্যক্রম শুরু হওয়া এবং যেকোনো মুলতুবি দাবি বা বিরোধ সত্ত্বেও, পক্ষগুলি এই চুক্তির শর্তাবলী বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখবে।"

[জোর দেওয়া হয়েছে]

২৭। ভারতীয় ইউনিয়নের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা দাখিল করেছেন যে বিচারিক আসনের কোনও নির্দিষ্ট উল্লেখ নেই তবে স্থানের উল্লেখ রয়েছে। তিনি চুক্তির ৩৩.৯ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ইউ এন সি আই টি আর এ এল মডেল আইনের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ইউ এন সি আই টি আর এ এল মডেল আইনের ২০ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ লেখা আছে:-

"অনুচ্ছেদ ২০। সালিশের স্থান।—(১) পক্ষগুলি সালিশের স্থান সম্পর্কে একমত হতে স্বাধীন। এই ধরনের চুক্তি ব্যর্থ হলে, সালিশের স্থানটি মামলার পরিস্থিতি বিবেচনা করে, পক্ষগুলির সুবিধাসহ, সালিশের স্থান নির্ধারণ করবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) অনুচ্ছেদের বিধান থাকা সত্ত্বেও, সালিসী ট্রাইব্যুনাল, পক্ষগুলির দ্বারা অন্যথায় সম্মত না হলে, তার সদস্যদের মধ্যে পরামর্শের জন্য, সাক্ষী, বিশেষজ্ঞ বা পক্ষগুলির শুনানির জন্য বা পণ্য, অন্যান্য সম্পত্তি বা নথি পরিদর্শনের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করে এমন যে কোনও জায়গায় বৈঠক করতে পারে।

[জোর দেওয়া হয়েছে]

এইভাবে, অনুচ্ছেদ ২০ (১)-এ "আইনী আসন"নির্ধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেখানে অনুচ্ছেদ ২০ (২)-এ "স্থান"নির্বাচন করার জন্য সালিসী ট্রাইব্যুনালের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে

২৮. ইউ এন সি আই টি আর এ এল মডেল আইনের অনুচ্ছেদ ৩১ (৩) নিম্নরূপঃ-

অনুচ্ছেদ ৩১। পুরস্কারের ফর্ম এবং বিষয়বস্তু-

(৩) রায়ে ২০(১) ধারা অনুসারে নির্ধারিত তারিখ এবং সালিশের স্থান উল্লেখ থাকবে। রায়টি ঐ স্থানেই দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে।

২৯। ইউ এন সি আই টি আর এ এল মডেল আইনের ২০ এবং ৩১ (৩) অনুচ্ছেদ পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাই যে পক্ষগুলি সালিশের স্থান সম্পর্কে একমত হতে স্বাধীন। একবার সালিশের ধারা বা এটিতে উল্লিখিত সম্মতি দেওয়া হলে, ধারা এবং হারমোনি ইনোভেশন শিপিং লিমিটেডের মতো অন্যান্য সঙ্গতিপূর্ণ কারণগুলি থেকে ব্যাখ্যাযোগ্যভাবে অনুমান করা হয় যা স্থান এবং আরও কিছু সম্পর্কে উল্লেখ করে যার দ্বারা সালিশের আসন নির্ধারণযোগ্য। অন্য পদ্ধতি, যেমন ইউ এন সি আই টি আর এ এল মডেল আইনের ২০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, তা হল যেখানে পক্ষগুলি সালিশের স্থান সম্পর্কে একমত হয় না, সেখানে এটি সালিশ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নির্ধারিত হবে। এই ধরনের বিচারের ক্ষমতা সালিসী ট্রাইব্যুনালকে প্রদান করা হয়েছে। ৩১ (৩) অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ২০ (১) অনুচ্ছেদে নির্ধারিত সালিশের তারিখ এবং স্থান উল্লেখ করা হবে।

৩০। আইম্যাক্স কর্পোরেশনে (উপরোক্ত) আই. সি. সি-র নিয়মাবলীর উল্লেখ রয়েছে এবং নিয়মাবলীতে বলা হয়েছে যে, পক্ষগুলি সম্মত না হলে আদালত সালিশের স্থান নির্ধারণ করবে। উক্ত ক্ষেত্রে, আবেদনকারী ফ্রান্সে প্যারিস হিসাবে সালিশের স্থানের প্রস্তাব করেছিলেন। আন্তর্জাতিক সালিশ আদালত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আই. সি. সি-র নিয়মের ১৪ (১) অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাজ্যের লন্ডন সালিশের আইনি কেন্দ্র হবে এবং তাই, ইংরেজি সালিশ আইন, ১৯৯৬-এর প্রথম অংশের ভিত্তিতে বিধান করা হয়েছে। তিন বিচারপতির বেঞ্চ রায় দিয়েছেঃ

"২৪. বর্তমান ক্ষেত্রে, সালিসি ধারাটি সালিসি চুক্তির জন্য প্রযোজ্য আইন নির্দিষ্ট না করে আই. সি. সি বিধি অনুসারে প্রদত্ত একটি রায় বিবেচনা করে। অতএব, এই রায় দেওয়া উপযুক্ত হবে যে, যে রাজ্যে সালিসি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই রাজ্যের আইন অনুসারে অর্থাৎ ইংরেজি আইন অনুসারে রায়ের বৈধতা নির্ধারণ করা উচিত। যদিও এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যে আমরা কেবল ধরে রাখব যে পক্ষগুলির আচরণ ১ম অংশের প্রয়োগযোগ্যতা বাদ দেয় অন্য কথায়, যেখানে পক্ষগুলি স্পষ্টভাবে সমগ্র চুক্তি বা বিশেষত সালিশ চুক্তি পরিচালনাকারী আইনটিকে বেছে নেয়নি, সেই দেশের আইন যেখানে সালিশ অনুষ্ঠিত হতে সম্মত হয়েছে তার প্রাধান্য রয়েছে।

২৫। এখানে, সালিশ পরিচালনা সম্পর্কে পক্ষগুলির দ্বারা একটি স্পষ্ট পছন্দ করা হয়েছে অর্থাৎ যে কোনও বিরোধ অবশেষে আইসিসির সালিশ বিধি অনুসারে সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে। পক্ষগুলি সালিশের স্থানটি বেছে নেয়নি। তারা কেবল সেই নিয়মগুলি বেছে নিয়েছে যা সালিশ পরিচালনা করবে, সম্ভবত নিয়মগুলির বিধান সম্পর্কে সচেতন যে সালিশের স্থানটি আইসিসির দ্বারা আইসিসির বিধিমালার ১৪ (১) অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আইসিসি লন্ডনকে বেছে নিয়েছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে সালিশের স্থানটি সালিশ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে যুক্তরাজ্যের আইনকে আকর্ষণ করবে।"

আদালত আরও লক্ষ্য করেছে যে, উক্ত মামলায় সালিশের স্থানটি সালিশের ধারায় একেবারেই নির্দিষ্ট করা হয়নি। একটি শর্ত ছিল যে সালিশটি আই. সি. সি বিধিমালা অনুসারে পরিচালিত হবে এবং একই বিষয়ে মতামত দিয়ে এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ-

"২৯. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বর্তমান ক্ষেত্রে সালিশের ধারাতে সালিশের স্থানটি মোটেও নির্দিষ্ট করা হয়নি। তবে আই. সি. সি-র নিয়ম অনুযায়ী সালিশ পরিচালনা করার জন্য একটি চুক্তি রয়েছে এবং এইভাবে একটি ইচ্ছা রয়েছে যে সালিশের স্থানটি ভারতের বাইরে হতে পারে। যে কোনও ক্ষেত্রে, দলগুলি আই. সি. সি এবং আই. সি. সি দ্বারা আসনটি স্থির করতে সম্মত হয়ে পক্ষগুলি এবং পক্ষগুলির সাথে পরামর্শ করার পরে লন্ডনকে বেছে নিয়ে সিদ্ধান্তটি মেনে চলতে হবে যে, আই. সি. সি-র সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে লন্ডনে সালিশ অনুষ্ঠিত হবে, পক্ষগুলি সম্মত হয়েছিল যে আসনটি সমস্ত ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে লন্ডনে থাকবে। অতএব, একটি চুক্তি রয়েছে যে সালিশ লন্ডনে অনুষ্ঠিত হবে এবং এইভাবে আইনের প্রথম অংশটি বাদ দেওয়া উচিত।

৩১। বর্তমান ক্ষেত্রে, সালিশের স্থানটি পক্ষগুলির মধ্যে একমত হওয়ার কথা ছিল। এটি এখনও সম্মত হয়নি; এবং চুক্তিতে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, সালিশ ট্রাইব্যুনালকে পক্ষগুলির সুবিধা বিবেচনা করে এটি নির্ধারণ করতে হবে। সালিশ ট্রাইব্যুনালের উপর এটিও 'দায়িত্বপ্রাপ্ত' যে নির্ধারণটি ধারা 31-এ বর্ণিত 'রোয়েদার ফর্ম এবং বিষয়বস্তু'-তে স্পষ্টভাবে বিবৃত করা হবে। কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

৩২। উল্লেখ করা যেতে পারে, 'নির্ধারণ'শব্দটির জন্য ইতিবাচক কাজ করা প্রয়োজন। হাতে থাকা ক্ষেত্রে, জনাব সি. ইউ, সিং, শিক্ষিত সিনিয়র কাউন্সেল দ্বারা হাইলাইট করা একমাত্র দিকটি হল যে সালিসকারী কুয়ালালামপুরে 'মিটিং'করেছেন এবং পুরষ্কারে স্বাক্ষর করেছেন। এটি, আমাদের বিবেচিত মতামত অনুসারে, নির্ধারণের সমান নয়। ধারাটি শ্রেণীবদ্ধ বিভিন্ন স্থানে বৈঠকগুলি স্থানের সাথে সম্পর্কিত। এটিকে সালিশের আসন বা সালিশের স্থানের সাথে তুলনা করা যায় না যার ভিন্ন অর্থ রয়েছে যেমন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (I), (II) (উপরোক্ত), হারমনি ইনোভেশন শিপিং লিমিটেড (উপরোক্ত) এবং রজার 'শাশোয়া (উপরোক্ত)।

৩৩। 'নির্ধারণ'শব্দটি প্রাসঙ্গিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যখন একটি 'স্থান'নিয়ে একমত হয়, তখন এটি আসনের মর্যাদা পায় যার অর্থ আইনী আসন। আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি যে 'স্থান'এবং 'আসন'শব্দগুলি বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয়। যখন কেবল 'স্থান'শব্দটি বলা হয় বা 'উল্লেখ করা হয় এবং অন্য কোনও শর্ত অনুমান করা হয় না, তখন এটি'আসন 'এর সমতুল্য এবং এটি এখতিয়ারের দিকটি চূড়ান্ত করে। তবে পূর্ববর্তী শর্তটি পূরণ করতে হবে যাতে স্থানটি আসনের সমতুল্য হতে পারে। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, যেহেতু দুটি স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন আরোহী রয়েছে, তাদের মধ্যে যে কোনও একটি স্থান হওয়ার জন্য সন্তুষ্ট হতে হবে। স্পষ্টতই, কোনও সমঝোতা হয়নি। যতদূর নির্ধারণের কথা বলা যায়, কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। অশোক লেল্যান্ড লিমিটেড এবং তামিলনাড়ু রাজ্য এবং আরেকজন[২৯]-তে, আদালত ল লেক্সিকন থেকে 'নির্ধারণ'-এর সংজ্ঞাটি পুনরুত্পাদন করেছে, আইয়ার, পি. রামনাথ এবং ব্ল্যাক্স ল ডিকশনারির, সংস্করণ ৬। প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি এইভাবে পড়েঃ-

"সংকল্প বা শৃঙ্খলা- 'সংকল্প'অভিব্যক্তিটি মতামতের একটি কার্যকর অভিব্যক্তি বোঝায় যা কোনও কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিতর্ক বা বিরোধের অবসান ঘটায় যার কাছে এটি নিষ্পত্তির জন্য একটি বৈধ আইনের অধীনে জমা দেওয়া হয়। 'আদেশ'অভিব্যক্তিটির অবশ্যই একই অর্থ থাকতে হবে, তবে বিতর্কের অবসান ঘটাতে এটির কাজ করার প্রয়োজন নেই।

২৯ (২০০৪) ৩ এস সি সি ১

সিদ্ধান্ত বা আদেশ অবশ্যই বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় হতে হবে। যশবন্ত সুগার মিলস লিমিটেড, বনাম লক্ষ্মী চাঁদ[৩০](ভারতের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৩৬)।"

"একটি 'নির্ধারণ'হল আপিলের উদ্দেশ্যে একটি 'চূড়ান্ত রায়'যখন বিচার আদালত কার্যক্রমে পক্ষগুলির অধিকারের বিচার সম্পন্ন করে। থমাস ভ্যান ডাইকেন জয়েন্ট ভেঞ্চার বনাম ভ্যান ডাইকেন[৩১]।"

উক্ত পরীক্ষার স্পষ্ট অর্থ হল দৃঢ় সংকল্পের অভিব্যক্তি একটি অভিব্যক্তিপূর্ণ মতামতকে বোঝায়। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, কোনও মতামতের কোনও বিচার ও অভিব্যক্তি নেই। সুতরাং,'স্থান 'শব্দটি আসন হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। বিশদভাবে বলতে গেলে, একটি স্থান একটি আসনে পরিণত হতে পারে যদি এটির সাথে অন্য কিছু সংযুক্ত করা হয়, তবে আসনের বিপরীতে একটি স্থান, অন্তত চুক্তিতে যেমন দেখা যায়, পূর্বশর্তগুলির মধ্যে একটি সন্তুষ্ট হলে একটি আসনে পরিণত হতে পারে। এটি বাস্তবে আসনের অবস্থা ধরে না নেয়। সুতরাং বোঝা যায়, কুয়ালালামপুর সালিশের আসন বা স্থান নয় এবং বিনিময়যোগ্য ব্যবহার কঠোর অর্থে প্রযোজ্য হবে না।

৩৪। উপরোক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে, অপ্রতিরোধ্য উপসংহারটি হল যে, ভারতের আদালতগুলির এখতিয়ার রয়েছে এবং তাই, দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারা গৃহীত আদেশটি বাতিল করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, আপিলটি অনুমোদিত হয় এবং হাইকোর্টকে আইনের ৩৪ ধারার অধীনে প্রদত্ত আবেদনটি যত দ্রুত সম্ভব বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

অঙ্কিত আপিল অনুমোদিত।

৩০ এ আই আর ১৯৬৩ এস সি ৬৭৭,৬৮০

৩১ ৯০ উইজ ২৩৬,২৭ এন ডব্লিউ ২ঘ ৪৫৯, ৪৬৩

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটিমাতৃভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবেনা ।সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Arfa Banerjee